যদি কখনো
তাগুত কর্তৃক
গ্রেফতার হোন
ইয়াহিয়া ইবনে আব্দুল্লাহ্ (হাফি.)

সূচিপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

গ্রেফতারী কিছুতেই কাম্য নয় – ওহে মুজাহিদ লাঞ্ছনাকর বন্দী জীবন নয় সম্মানজনক মৃত্যুই মোদের কাম্য

পিডিএফ ডাউনলোড লিংক,

https://archive.org/details/set-1-somman-jonok-mrittu-bangla-v-19

আপনি গ্রেফতার হতে পারেন এমন পরিস্থিতিতে পড়লে কি করবেন?

গ্রেফতার হওয়ার পরিস্থিতিতে যা করবেন,

১। আপনার বাসায় তাগুতের এজেন্সি রেড দেয়ার সময় আপনাকে গ্রে'ফতারের সময় স্বাভাবিক থাকবেন।

২। হতাশ হবেন না দূর্বল হয়ে যাবেন না সুদৃঢ় ঈমানী চিত্রে অবস্থান করবেন।

৩। পরিবার পরিজনকে ধৈর্য্য ধারাণ করার জন্য বলবেন।

৪। তাগুতের এজেন্সির সাথে খারাপ ব্যবহার অহেতুক কথাবার্তা, গালিগালাজ করবেন না,করার চেষ্টাও করবেন না।

৫। সামর্থ্য শক্তি না থাকলে আপতত সে পরিস্থিতিতে তাদের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়াই উত্তম।

৬। অবশ্যই মনোস্তাত্বিক যুদ্ধ জারি রাখবেন। অর্থাৎ মনকে পাহাড়ের মতো দৃঢ় এবং স্থির রাখবেন।

৭। তাগুতের এজেন্সি গুম অবস্থায় তাদের টাকার কোন ধরনের হারাম খাবার না খাওয়াই উওম হবে। শুধু মাত্র জীবন ধারণের জন্য পানি খেতে পারেন।

৮। সে অবস্থায় সিয়াম থাকার জন্য বলব।

৯। তাগুতের এজেন্সি আপনাকে গ্রেফতার কিংবা গুম করার সময় তাদের প্রতরণামূলক মিথ্যা বিভ্রান্তিমূলক কথাবার্তা বলে আপনাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবে।

১০। তাদের কোন ধরনের কথা বার্তা কখনোই বিশ্বাস করবেন না **(গূরত্বপূর্ণ)**

উপরের কথাগুলো মেনে চললে গ্রেফতার কিংবা গুম হলেও ইনশা'আল্লাহ আল্লাহ চাইলে সম্ভাব্য ক্ষয় ক্ষতি বিপদ আপদ এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব।

উটকে শক্ত ভাবে বেঁধে রেখে আল্লাহ'র উপর তাওয়াক্কুল করুন আমীন **(** তিরমিযী**)**

যদি কখনো গ্রেফতার হোন

সকল প্রশংসা মহান আল্লহর জন্য যিনি তার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আমাদের সৃষ্টি করেছেন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক রহমাতুল্লিল আলামিন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর। যাকে আল্লাহ তায়ালা দ্বীনে হকের বিজয়ের জন্য দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন।

দ্বীনের পথে চলতে গেলে বাধা আসবেই। দ্বীনের প্রকৃত অনুসারীদের উপর যুগে যুগে বহু বাধা বিপত্তি এসেছে। ভবিষ্যতে যারা এ দ্বীনের ধারক বাহক হবে তাদের উপরও আসবে। এটাই স্বাভাবিক।

আল কুরআনের এ আয়াত তো সবারই জানা,

✦ "মানুষ কি ধারনা করেছে যে, ঈমান এনেছি এ কথা বললেই ছেড়ে দেওয়া হবে?   অথচ তারা পরীক্ষার সম্মুখীন হবে না?"

✦ "আর আমি পরীক্ষা করেছি তাদের তাদের পূর্ববর্তীদের, আমি অবশ্যই জেনে নিব কে (ঈমানের দায়াবিতে) সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী।"

(সূরা আল-আনকাবুত-২,৩)

যারা কেবল জিহাদের কথা বলে, শাহাদাতের পথে চলে, তারাই যে শুধু বাধার সম্মুখীন হবে বা কারাবরণ করবে, বিষয়টি এমন নয়। বরং যারাই দ্বীনে হকের পথে চলবে, পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের অনুসরন করবে তারাই এ বিপদের সম্মুখীন হবে। হোক সেটা পারিবারিক বা সামাজিক বা রাষ্ট্রীয়ভাবে।

সম্প্রতি আমরা এ বিষয়টি ভালোভাবে লক্ষ্য করেছি যে, অনেক বিজ্ঞ আলিম উলামা যারা কোন জিহাদী সংগঠনের সাথে যুক্ত নন,

তারাও সমানভাবে তাগুতের শিকারে পরিণত হচ্ছেন। আসলে জিহাদ মূল বিষয় নয়। তাদের সমস্যা মূলত ইসলাম। আর ইসলামে তো জিহাদ আছেই।

সুতরাং তারা চায় ইসলামকেই নির্মূল করতে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

✦ "তারা আল্লাহর নূরকে তাদের মুখের (ফুঁ) দ্বারা নিভিয়ে দিতে চায়, অথচ আল্লাহ তার নূরের পূর্ণ উদ্ভাসন ছাড়া আর কিছুতেই সম্মত নন, তাতে কাফেরগণ এটাকে যতই অপ্রীতিকর মনে করুক।"

(সূরা আত-তাওবা, আয়াত ৩২)

আমরা চাইনা কোন আলেম-ওলামা বা তোলাবা অথবা দ্বীনের একজন অনুসারী দ্বীনের কারনে গ্রেফতার হোক। আল্লাহ সবাইকে আফিয়তের (নিরাপত্তার) জিন্দেগি দান করুন।

✦ "আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকেই বিপদে ফেলেন"- [সহিহ বুখারী-৫৬৪৫]

আমাদের আত্মসংশোধন বা আত্মউন্নয়নের জন্য কিংবা ঈমান পরীক্ষার উদ্দেশ্যে যদি কখনো আল্লাহ তায়ালা এ নেয়ামত দ্বারা ভূষিত করেন তাহলে সে সময় আমাদের করনীয় কী হবে।

এ বিষয়ে জ্ঞান না থাকার কারনে অনেকে হতাশ হয়ে যায়, কারো আবার পদস্খলন ঘটে যায়। অনেকের দ্বারা নিজের ক্ষতি তো হয়ই আবার জামাআহ'র ব্যাপক ক্ষতি হয়ে যায়। তাই দ্বীনি ভাইদের সতর্কতা অবলম্বন করা শুধু উচিত নয় জরুরী বটে।

গ্রেফতারের কারণঃ

সাধারণত দুই কারণে দ্বীনি ভাইয়েরা গ্রেফতার হয়ে থাকে। যথা,

ক। বাতেনী কারণ

খ। জাহেরী কারণ

ক। বাতেনী কারণগুলো হলোোঃ

১। গোপন গুনাহঃ এ বিপদ তথা গ্রেফতারের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আপনার গুনাহসমূহ ক্ষমা করতে এবং আপনার অন্তরকে পুতপবিত্র বানাতে চান। তারপর আল্লাহ হয়ত আপনাকে দ্বীনের বড় কোন কাজে লাগাবেন, ইনশাআল্লাহ।

২। আমীর তথা দায়ীত্বশীলদের আনুগত্য না করাঃ টাও একধরনের গুনাহ। দায়ীত্বশীলদের কথা বা নিষেধাজ্ঞা পুরোপুরি না মানার কারণে অনেক ভাই গ্রেফতার হয়েছেন।

৩। আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষাঃ গ্রেফতারের বাহ্যিক কোন কারণ নাই। তবে আল্লাহ চান আপনার ঈমান পরীক্ষা করতে, আপনার ভিতরটা একটু যাচাই করতে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে আল্লাহ আপনার মর্যাদা ও মর্তবা বুলন্দ করে দিবেন এবং আপনাকে তার নির্বাচিত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করবেন।

খ। জাহেরী কারণগুলো হলোোঃ

১। এক ভাইয়ের মাধ্যমে অন্য ভাইঃ আগে এক ভাই গ্রেফতার হয়েছে সেই সুবাদে আপনিও গ্রেফতার। তার মোবাইলে আপনার নাম্বার সংরক্ষিত ছিল অথবা তার সাথে আপনার যোগাযোগের সূত্র পেয়েছে।

২। মোবাইল ট্র্যাকিংঃ আপনার মুঠোফোনে স্পর্শকাতর কোন কন্টেন্ট, অডিও-ভিডও বা তথ্য সংরক্ষিত ছিল। অথবা, ফেইসবুক ইন্টারনেটের মাধ্যমে আপনি নজরদারিতে ছিলেন বহুদিন। অতপর গ্রেফতার।

৩। জনসম্মুখে বক্তব্যঃ কোন এক সভা, সেমিনারে বা জুমার খুতবায় রাষ্ট্রবিরোধী কোন বক্তব্য বা জিহাদী বয়ানের কারণে নজরদারিতে চলে এসেছেন। অতপর গ্রেফতার হয়েছেন।

৪। সন্দেহজনক চলাফেরাঃ এলাকাবাসী ও আশাপাশের বেদ্বীন লোকদের কাছে আপনার আচরণ সন্দেহজনক মনে হয়েছে। আপনার কথাবার্তা, দৃষ্টিভঙ্গি ও চালচলন তাদের কাছে অস্বাভাবিক ও অদ্ভুত লেগেছে। অথবা আপনার বাড়িতে টুপি দাড়িওয়ালাদের বেশী গমনাগমন তাদের সহ্য হয়নি। ফলে তারা থানায় আপনার ব্যাপারে অভিযোগ দায়ের করেছে। তার কিছুদন পরেই আপনি গ্রেপ্তার।

দ্বীনি ভাইয়েরা যে ভুলগুলো করে থাকেঃ

১। সবসময় সজাগ ও সতর্কদৃষ্টি না রাখা। কিছু হবেনা মনে করে অনেক কিছু করে ফেলা।

২। দ্বীনি সফরে বের হওয়ার সময় নিজ ব্যবহারিত ফোন সাথে নেয়া। এতে আপনি কোথায় কোথায় গিয়েছেন সেই স্থান (লোকেশন) সংরক্ষিত হয়ে যাচ্ছে এবং স্পর্শকাতর লোকেশনে বার বারযাতায়েতের কারণে সন্দেহের আওতায় চলে আসছেন।

৩। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো(ফেইসবুক, ইউটিউব) ব্যবহারে অসতর্কতা। স্পর্শকাতর কন্টেন্টগুলোতে লাইক, কমেন্ট অথবা শেয়ার করা। শুধু লাইক কমেন্টের কারনেই অনেক ভাই কারাবরণ করেছে।

৪। যেখানে সেখানে জিহাদের দাওয়াত দেওয়া, বিতর্ক করা এবং রাষ্ট্রীয় কুফর ও এরতেদাদ প্রকাশ করে দেওয়া। অতি জজবাতি তরুণ অনেক ভাইয়েরা এটা করে থাকে। নিজের বিষয়টা গোপন রাখতে পারেনা।

(একটা টার্গেটে অগ্রসর না হয়ে দাওয়াত দিলে বা বিতর্কে জড়ালে সেটা ফলপ্রসু তো হয়ই না, বরং অনেক ক্ষতি ডেকে নিয়ে আসে।**)**

৫। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তে যখন কোন একটা ইস্যুতে দেশ গরম তখন শান্ত বা স্থির না থাকা। এ সময় মিটিং বা কয়েকজন এক সাথে দ্বীনি সফরে বের হওয়া।

৬। অধিক রাত্রিতে সফর করা, চেক পোস্ট অতিক্রম করা। জরুরী প্রয়োজন ছাড়া ল্যাপ্টপ বহন করা, বাস্তবসম্মত কভার স্টরি সেট না করা।

৭। পুরাতন সীম ও মোবাইল পরিবর্তন না করা। বিশেষ করে যখন সামনে বা পিছনের একজন ভাই **(**যার ফোনে আপনার নাম্বার সেভ আছে বা যোগাযোগ আছে**)** গ্রেপ্তার হয়। তখন আপনার সিম ও মোবাইল দুটোই ফেলে দেওয়া উচিত, যদি আপনি গুরত্বপূর্ণ ব্যক্তি হোন।

৮। মোবাইল ফোনে যোগাযোগ স্থাপন করা অথবা অনিরাপদ যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করা। যেমন, মেসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ, টেলিগ্রাম।

গ্রেফতারের ধরণঃ গ্রেফতার দুই ধরণের হয়ে থাকে।

ক। বে-আইনীভাবে আটক করে গুম করে ফেলা।

খ। অভিযোগের ভিত্তিতে আইনীভাবে আটক করে মামলা দেওয়া।

<u>ক। বে-আইনীভাবে আটক করে গুম করে ফেলাঃ</u>

যাকে দীর্ঘদিন নজরদারীতে রাখা হয় এবং তারা যাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে তাকে যেকোন জায়গা থেকে তুলে নিয়ে গুম করে ফেলে। দ্বীনি ভাইদেরকে সাধারণত গুমই করা হয়ে থাকে।

কারা গুম করে?

গোয়েন্দা সংস্থার মধ্য হতে বিশেষ করে ডিবি, সিটিটিসি, এন্টি টেরোরিজম ইউনিট অব পুলিশ, RAB, ডিজিএফআই এরাই গুম খুন করে বেশী।

এদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় একটু পরে তুলে ধরব।

<u>খ। আইনীভাবে গ্রেফতারঃ</u> আপনার নামে নিকটস্থ থানায় অভিযোগ যাওয়ার পর গ্রেফতার করা হতে পারেন। এ ধরনের গ্রেফতার চেকপোস্ট থেকেও হয়। অথবা অপরাধের(?) স্পট বা প্রশিক্ষণের জায়গা হতে জনসম্মুখে গ্রেফতার হতে পারেন।

<u>পরিবারের করণীয়ঃ</u>

আল্লাহ না করুন আপনি কখনো এরকম কিছুর আশংকা করলে আল্লাহর কাছে আফিয়ত তথা নিরাপত্তা কামন করুন। পরিবারের সবার মাঝে দ্বীনি বুঝ তৈরী করুন।

নবীদের উপর কি পরিমান আপদ মসিবত এসেছিল তার বয়ান করুন। দাওয়ার কাজ তো পরিবার থেকেই শুরু করতে হয়। যেকোন বিপদ আপদে পরিবারের লোকজন আপনার কাজে আসবে।

পরিবারের কর্তাদের বলে রাখুন, আপনার ক্ষেত্রে কখনো এরকম ঘটলে (নিঁখোজ হলে) তারা যেন পেরেশান না হয় এবং সর্বোচ্চ থানায় একটি জিডি করে রাখতে পারে। স্থানীয় সাংবাদিকদের বিষয়টি অবগত করানো যেতে পারে।

ইদানিং সাংবাদিক সম্মেলনের একটা ভালো প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জিডি বা সাংবাদিক সম্মেলন বাহ্যিক উপকরণ ও স্বান্তনা ছাড়া কিছুই নয়। মূলত আল্লাহর দিকে রুজু হওয়াই শ্রেয়।

অনেক ভাই গুম হওয়ার পর তাদের পরিবার এদিক সেদিক দৌড়াদৌড়ি করে বহু টাকা পয়সা বেহুদা খরচ করে ফেলে। পরবর্তীতে অনেকে হা-হুতাশ করে দেওলিয়া হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে পরিবারকে সবর ও তাকওয়ার বয়ান করা ছাড়া উপায় নাই।

জঙ্গি মামলায় আক্রান্ত দ্বীনি ভাইদের পরিবার পরিজনরা যে ভুলগুলো করে থাকে

দ্বীনি ভাইদের গ্রেফতারের পর পরিবার পরিজনরা প্রচন্ড হতাশ হয়ে পড়ে। যার ফলে তারা বিভিন্ন ধরনের ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে

যে ভুলগুলো করা যাবে নাঃ

১। তাগুতের গোয়েন্দা সংস্থা সিটিসি,ডিবি, পুলিশ ও Rab এদেরকে কোন ধরনের ঘুষ দেয়া যাবে না। তারা এই বিষয়ে কিছুই করার ক্ষমতা রাখে না।

২। তাগুতের গোয়েন্দা এজেন্সির লোকেরা দ্বীনি ভাইদের পরিবার পরিজনের কাছে থেকে অর্থ আত্মসাতের জন্য সাধারণত বিভিন্ন ধরনের ভয় ভীতি, হয়রানি ও মিথ্যা আশ্বাস প্রলোভন দেখাতে পারে।

তাদের এ বিষয়ে কোন কথা বিশ্বাস করা যাবে না এবং তাদের সাথে এ বিষয়ে কোন ধরনের আর্থিক লেনদেন করা যাবে না। আর্থিক লেনদেন করলে কোন ধরনের ফায়দা হবে না। অযথা শুধুমাত্র অর্থ অপচয় হবে।

৩। তাগুতের কোন এমপি মন্ত্রী কিংবা সরকারের উদ্ধতন আমলা কাছে এ বিষয়ে যাওয়া যাবে না। কেননা তারা এ বিষয়ে সামর্থ্য থাকলে কোন ধরনের সাহায্য করতে চাইবে না। এজন্য তাদের কে এ বিষয়ে কোন ধরনের অর্থ দেয়া যাবে না। তারা দ্বীনি ভাইদের পরিবারের কাছ থেকে অর্থ আত্মসাতের জন্য এ বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা আশ্বাস প্রলোভন দেখাতে পারে।

মনে রাখবেন, তারা এ বিষয়ে কোন কিছু করবে না কিংবা করার ক্ষমতায় রাখে না।

৪। ইযহারভুক্ত (সুস্পষ্ট) আসামী হলে অথবা মামলায় রিকোভারী (অস্ত্র, বিস্ফোরক) দেখালে চার্জশিটের আগে জামিন হবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। চার্জশিট না দেয়া পর্যন্ত জামিনের চেষ্টা করা ঠিক হবে না।

নন ইজহার ভুক্ত (অস্পষ্ট/সন্দেহের ভিত্তিতে গ্রেফতার করলে) সেক্ষেত্রে চার্জশিটের আগে চেষ্টা করা যেতে পারে।

৫। ইযহারভুক্ত আসামি ভাইদের জজ কোর্টে একবার দুইবারের বেশি হেয়ারিং (শুনানি) করা যাবে না। কেননা ইযহার ভুক্ত কিংবা রিকোভারী আছে অথবা ১৬৪ আছে এদের কে সাধারণত জজ কোর্ট থেকে জামিন দিতে চায় না। জজ কোর্টে জামিন দেয়ার সাধারণ তো তেমন কোন নজির নাই।

এজন্য (জজ কোর্টে) এখানে টাকা পয়সা নষ্ট না করে উচ্চ আদালত তথা হাই কোর্টে চেষ্টা করতে হবে।

৬। সন্ত্রাস বিরোধী আইনে মামলা কিংবা জঙ্গি মামলা অস্ত্র বিস্ফারক সংক্রান্ত মামলাগুলো জামিনের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট উচ্চ আদালত গুলো একটা উসুল লক্ষ্য করা যায়। মামলায় তিন জন আসামি থাকলে ৩ নং ২নং এরপর ১নং আসামীর জামিন দেয়া হয়। এটা মামলায় রিকোভারি ও ১৬৪ থাকলে সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।

৭। একটা মামলায় তিন জন আসামি থাকলে প্রথম যে ব্যক্তির হাইকোর্টে যে বেঞ্চে জামিন হয় ঐ ব্যক্তির জামিনের কাগজ নিয়ে ঐ মামলার অপর আসামিরা হাইকোর্টে ঐ বেঞ্চে জামিনের আবেদন করলে সাধারণত সহজে জামিন হয়ে যায়।

৮। কোন নিষিদ্ধ সংগঠনের মামলায় সংগঠনের পদ পদবি অথবা রিকোভারি **(**অস্ত্র/বিস্ফোরক**)** কিংবা **১৬৪** থাকলে সে ক্ষেত্রে জামিন হতে সাধারণত একটু সময় লাগে। সেক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। জামিন অবশ্যই হবে ইনশাআল্লাহ।

৯। জঙ্গি সংগঠনে হত্যা মামলাগুলো যেগুলো আন্তর্জাতিক সংগঠন দায় স্বীকার করে এগুলো মামলায় যাদের **১৬৪** থাকে অথবা রিকোভারী থাকে **(**অস্ত্র, বিস্ফোরক**)**। সেক্ষেত্রে সাধারণত এ ধরনের আসামিদের হাইকোর্টে জামিন দিতে চায় না। তবে যাদের মামলায় রিকোভারী **১৬৪** নাই তাদের উচ্চ আদালতে জামিন হতে পারে।

১৬৪ ধারার জবানবন্দি আসলে কি?

১৬৪ হচ্ছে ম্যাজিস্ট্রেট এর সামনে নিজের অপরাধ স্বীকার করে সাক্ষ্য দেওয়া। কারো বিরুদ্ধে মামলা দিতে হলে তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কিছু অভিযোগ থাকা প্রয়োজন।

যেমনঃ আপনি কোন জঙ্গি সংগঠনের সদস্য, আপনার কাছে বই পাওয়া গিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

১৬৪ ধারার জবানবন্দি দেওয়ার মানে হচ্ছে আপনার বিরুদ্ধে আনিত এইসব অভিযোগ আপনি স্বেচ্ছায় সুস্থ মস্তিষ্কে নিজের দোষ স্বীকার করে নিচ্ছেন।

কিভাবে ১৬৪ নেওয়া হয়?

মামলা দেবার পর সাধারনত আসামিকে ম্যাজিস্টেট এর সামনে হাজির করা হয় এবং আপনাকে আপনার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ স্বীকার করতে বলা হবে।

সাধারণত পুলিশ বা গোয়েন্দা সংস্থা আগে থেকেই আপনাকে শিখিয়ে দিবে আপনাকে কি বলতে হবে।

এই কাজ করতে তারা নানা রকম ভয় দেখাতে পারে। সেটা হতে পারে রিমান্ডের ভয়,একাধিক মামলার, অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার, আবার গুম করার।

কিংবা ধোকা দিয়ে, কল্যাণকামী সেজে, এই কাগজে একটা সাইন দাও বাসায় যাও। বিভিন্ন ভাবে আপনার থেকে তারা ১৬৪ নিতে চাইবে।

গ্রেপ্তার বা গুম থাকা অবস্থায় পুলিশ বা গোয়েন্দা সংস্থার সামনে যা বলা হয় সেটা কিন্তু ১৬৪ নয়! সেটা ১৬১!

বরং আপনি ম্যাজিস্ট্রেট এর সামনে যেটা বলবেন সেটাই ১৬৪। ১৬৪ মুখে বলার পর সেটা লিখে আপনার সাক্ষর নেয়া হয়। অনেক সময় মুখে জিজ্ঞেস নাও করা হতে পারে, কাগজে সাক্ষর করতে বলা হতে পারে।.

করণীয় কী? কোন ভাবেই ১৬৪ না দেওয়া। ম্যাজিস্ট্রেট এর কাছে অস্বিকার করা।

দিয়ে ফেললে করণীয় কী? ভয় না পাওয়া, ১৬৪ দেবার সংখ্যা অনেক বেশী।

১৬৪ দিয়ে ফেললে দ্রুত ১৬৪ এর বিরুদ্ধে আপিল করা। এরপর দক্ষ উকিলের মাধ্যমে মামলা পরিচালনা করা। সবর করা, তাওয়াক্কুল করা।

সন্ত্রাস বিরোধী মামলা কোন রুপকথার দৈত্য নয় যে, আপনাকে খেয়ে ফেলবে। বর্তমানে অনান্য সাধারণ মামলার মতই স্বাভাবিক। মামলায় ইনজুরি কিংবা হাই প্রফাইল মামলা ছাড়া প্রায় সব মামলাই খালাস হয়ে যায়। ১৬৪ থাকলেও, কাজেই এই ব্যাপারে বেশী আতংকিত না থাকা। দুয়া এবং তাওয়াক্কুল জারি রাখা।

মনে রাখুন তাগুতের আপনার বিরুদ্ধে তেমন কোন প্রমান নেই, ১৬৪ ধারা'ই তাদের আশা।

যাতে আপনাকে বেশী দিন কারাগারে রেখে মনোবল ভেঙ্গে দেওয়া যায়। কোন ভাবেই ভেঙ্গে না পড়া, আপনার কারাবরণ তো আপনার রবের জন্য। ইনশা'আল্লাহ জান্নাতে আপনি এই উত্তম প্রতিদান পাবেন।

আর এই পথ তো পরীক্ষার পথ, এই পথ তো রুক্ষ। এই পথেই ব্যাপারে তো আল্লাহ সুবহানু তায়ালা বারবার বলেছেন,

✦ আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো (কখনো) ভয়-ভীতি, (কখনো) ক্ষুধা-অনাহার, (কখনো) তোমাদের জান-মাল ও ফল-ফসলাদির (ব্যবসা বাণিজ্য, চাকুরী ইত্যাদি) ক্ষতি সাধনের মাধ্যমে; (যারা ধৈর্যের সাথে এসকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে) তুমি (সেসকল) ধৈর্যশীলদের (জান্নাতের) সুসংবাদ দাও!"

[সুরা বাকারাঃ ২:১৫৫]

গুম আর গ্রেফতার দুটো ভিন্ন বিষয়

গুম হলোা ফ্রী হিট একটি ট্রাজেডি। কারো কাছে কোন জবাবদিহিতা নাই। কোন কৈফিয়ত নেই।

আবার অপরদিকে কারাগার আর গুম, রিমান্ড ও গুম এগুলো একটি অপরটি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

গুম কী?

কাউকে গ্রেফতার করে তাকে ২৪ ঘন্টার অতিবাহিত হওয়ার পরও তাকে বিচারব্যবস্থার সম্মুখীন না করে আইন বর্হিভূত ভাবে বেআইনী ভাবে কাউকে নির্জন কোন স্থানে আটক রাখা হচ্ছে গুম। গুম সংবিধান এবং আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী মানবতা বিরোধী অপরাধ।

কারণ যত সময় তারা পাবে, তারা নির্যাতন করে যে কোন কিছু স্বীকার করিয়ে নেয়ার সুযোগ রাখে। গুম-খুন সব কিছুর!

অথচ তাদের দায়িত্ব তো বিচার করা না। তাদের দায়িত্ব হলো কেউ অপরাধ করলে তাকে গ্রেফতার করে, যারা বিচার করবে, তাদের হাতে দেওয়া।

কিন্তু তারা মাসের পর মাস, বছরের পর বছর গুম করে রেখে দেয়। যেখানে বন্দীর কোন মানবিক অধিকার থাকে না। নূন্যতম মানবিক অধিকারের কোন নিশ্চয়তা নেই।

দ্বীনি ভাইদেরকে সাধারণত গুমই করা হয়ে থাকে। যাকে দীর্ঘদিন নজরদারীতে রাখা হয় এবং তারা যাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে তাকে যেকোন জায়গা থেকে তুলে নিয়ে গুম করে ফেলে।

কারা গুম করে?

গোয়েন্দা সংস্থার মধ্য হতে বিশেষ করে ডিবি, সিটিটিসি, এন্টি টেরোরিজম উনিট অব পুলিশ, RAB,, ডিজিএফআই এরাই গুম খুন করে বেশী।

রিমান্ড সংক্রান্ত কিছু কথা

রিমান্ডে নেয়া আসামিদের ১৪ ধরনের নির্যাতন করা হয়। বিশেষ আসামিদের সবগুলোই প্রয়োগ করা হয়। এছাড়া তথ্যের জন্য নতুন পক্রিয়ায় শাস্তি দেওয়া হয়। সাধারণ আসামিদের ক্ষেত্রে কিছুটা প্রয়োগ করা হয়। বর্তমানে তাগুতদের গুরুতর ও বিশেষ আসামী হলোে মোল্লা-জঙ্গি-জামায়েতের সদস্য।

নির্যাতনের ধরণসমূহঃ

১. গিটা নির্যাতন

২. বাদুড় ধোলাই

৩. ওয়াটার থেরাপি

৪. উলঙ্গ করে নির্যাতন

৫. অনাহার রাখা

৬. টানা নির্যাতন

৭. বাতাস নির্যাতন

৮. বোতল থেরাপি

৯. ডিম থেরাপি

১০. ডিস্কো ডেন্স নির্যাতন

১১. সেলাই নির্যাতন

১২. ঝালমুড়ি নির্যাতন

১৩. কাটিং নির্যাতন

১৪.পুশ নির্যাতন

লাথি-ঘুষি-চর/থাপ্পড় মারা-দাঁড়ি টানা-চুল ধরে ছেছড়ানো এগুলো তাগুতদের নিত্যদিনের খাবার। কিছু গালি প্র্যাকটিস করানো হয়। যেগুলো আপনারা নিয়মিত তাদের পঁচা মুখ থেকে শুনে থাকেন। অতি পঁচা মুখ থেকে দুর্গন্ধ আসেনা বরং গালি আসে। তারাই হলোা এরা। সুতরাং শুনে ঘাবড়ানোর কিছু নেই।

১. গিটা নির্যাতন

আসামিদের হাত-পায়ের প্রতিটি জয়েন্টে লাঠি পেটা করা। এ নির্যাতনের ফলে হাড়-মাংস থেঁতলে যায়। কিন্তু বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না।

২. বাদুড় ধোলাই

দু'টি উঁচু টেবিলের মাঝখানে দুই হাত বেঁধে ঝুলিয়ে লাগাতার পেটানো নাম । এ রকমের নির্যাতন করলে যেকোনো আসামি জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। প্রলাপ বকতে থাকে।

৩. ওয়াটার থেরাপি

চিত করে ফ্লোরে ফেলে দুই হাত, দুই পাঁ বেঁধে মুখে গামছা বা কাপড় ঢুকিয়ে পানি ঢেলে মারধর করে। মুখ বরাবর পূর্ণমাত্রায় পানির টিউব ছেড়ে দেওয়া হয়। এভাবে নাকে-মুখে পানি দিতে থাকলে নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। পরে আসামিরা সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলে তথ্য দিতে থাকে।

৪. উলঙ্গ করে নির্যাতন

এটা সব কারাগারেরই একটা উল্লেখ যোগ্য বৈশিষ্ট্য। কারো প্রতি দয়া হলে শুধু আন্ডার প্যান্টটা রাখে। এ অবস্থায় বিভিন্ন নির্যাতন করা হয়। নরম জায়গায়গুলোতে লোহার শিক গুতা দেওয়া হয়। ইস্ত্রি দিয়ে ছেঁকা দেওয়া হয়।

প্রচন্ড গরম এমন স্থানে বসিয়ে রাখা হয়। যার ফলে ভিতরের গোশতগুলো আধা কাচা আধা পাঁকা হয়ে যায় । কোন জায়গায় বসা যায়না, কেমন জানি সারা শরীর জ্বালাপোড়া করে।

৫. অনাহার রাখা

দিনের পর দিন কিছু খাইতে না দেওয়া। আবার খাইতে দিলেও এক হাত এক পাঁ বেঁধে তারপর দেয়। পানি পিপাসার সময় শুধু জাহান্নামীদের মত চিৎকারই করা যায়, কোন কাজ হয় না।

৬. টানা নির্যাতন

চাবুক দিয়ে বেধড়ক পিটানো। যতক্ষণ না শরীরের বিভিন্ন ডিজাইন হবে ততক্ষণ চলতে থাকে। লাল-নীল, কিছু কিছু জায়গায় ঘাঁ হয়ে যায়। কিছু জায়গায় খালি রাখে যাতে আবার নির্যাতন করা যায়।

৭. বাতাস নির্যাতন

সিলিং ফ্যানে ঝুলিয়ে নির্যাতন করাকে বলা হয়। দীর্ঘ সময় পাখার সাথে ঝুলিয়ে রাখা হয়।

৮. বোতল থেরাপি

এ বিষয়টা আসলে কি জানা নেই। অচিরেই জেনে ফেলবো ইনশাআল্লাহ।

৯. ডিম থেরাপি

গরম বা প্রচন্ড ঠান্ডা ডিম আসামিদের মলদ্বারে ঢুকিয়ে নির্যাতন করাকে বলা হয় ডিম থেরাপি। এ নির্যাতেনের ফলে আসামির মলদ্বার ফুলে যায় এবং অনবরত রক্ত পড়তে থাকে। যতক্ষণ আসামিরা স্বীকারোক্তি না দেয় ততক্ষণ মলদ্বারে ডিম ঢুকাতে থাকে। পরে বাধ্য হয়ে স্বীকারোক্তি দেয়।

১০. ডিস্কো ডেন্স থেরাপি

হাত-পায়ে অবিরাম ইলেকট্রিক শক দেওয়া। কানের নরম জায়গায় শক দেওয়া। গুরুত্বপূর্ণ হলোা একটা বোতলে প্রস্রাব করতে বলা হয়। আর সেই বোতলে কারেন্টর শক দেয়। যখন প্রস্রাব করতে যায় গোশতের টুকরায়

কারেন্ট কামড়ে ধরে ছিটকে দূরে ফেলে দেয়।

১১. সেলাই নির্যাতন

হাত-পায়ের নখে মোটা সুই ঢুকানো। সুই ঢোকানোর পর হাত-পায়ের নখগুলো ফুলে যায়। মাঝে মধ্যে এ অবস্থায় রেখে দেওয়া হয়।

১২. ঝালমুড়ি নির্যাতন

চোখ-মুখ ও নাকে শুকনো মরিচ লাগানো হয়। যতক্ষণ না সে কিছু তথ্য দেয়। শরীরের ক্ষতে মরিচ লাগানো হয়।

১৩. কাটিং নির্যাতন

এটা অত্যন্ত ভয়াবহ একটা শাস্তি। প্লাস জাতীয় জিনিস দিয়ে হাত ও পাঁয়ের নক টেনে টেনে উপরে ফেলা হয়।

১৪. পুশ নির্যাতন

ইনজেকশনের মাধ্যমে যৌবন শক্তি নষ্ট করে দেওয়া হয়। কোমড়ে বিষ জাতীয় টিকা ব্যবহার করা হয় যাতে দাঁড়ানোর কোন শক্তি না পায়। গোশতের টুকরার ছিদ্র দিয়ে নল ঢুকিয়ে ঘা বানিয়ে দেওয়া হয় তখন ভিতরে শুধু ব্যাথা করে।

প্রকৃতপক্ষে তাদের কথিত গণতন্ত্রের আইন কি বলে?

ইংরেজি ‘রিমান্ড’ (Remand) শব্দটির অর্থ আসামিকে পুলিশি হেফাজতে পুনঃপ্রেরণ করা। রিমান্ড (REMAND), বাংলায় অর্থ ফেরত আনা।

শরীরের ক্ষতি ছাড়া চাপ প্রযোগ করা কিন্তু তারা মুসলমানদের ক্ষেত্রে মনগড়া নীতি প্রয়োগ করছে। শুধু বাংলাদেশ না পৃথিবীর প্রতিটি দেশে। কিন্তু অন্যান্য ধর্মের গুরুতর আসামিদের ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করা হয় না কারণ গণতন্ত্রে নিষেধ আর মুসলিম হত্যা গণতন্ত্রের নির্দেশ।

মূল কথায় আসি

তাগুতদের কাছে তথ্য দেন বা না দেন তারা এ নির্যাতনগুলো করবেই। কারণ মুসলমানকে মারাই প্রথম তথ্য। আর যদি কিছু তথ্য পেয়ে যায় তাহলে সারছে আপনার কাম। শরীরকে উৎসর্গ করতে হবে তাদের জন্য। শুধু আত্মাটা নিজের কাছে রাখতে হবে।

তাই ইসলামবিদ্বেষী কোন তথ্য, অপর কোন মুসলমান ভাইয়ের ক্ষতি হবে এমন কোন তথ্য দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন। নিজের ও ভাইয়ের স্বার্থে। ইমানে যেন কোন ক্ষত না হয়। আল্লাহ আপনাকে উত্তম জাযাকাল্লাহু কায়রন দান করবেন।

তাছাড়া জেল-জুলুম তো ইমানদার বান্দার উপরেই আসবে। পূর্ববর্তী সকল নবীরা এ কারাগারের জঞ্জালে আবদ্ধ হয়েছেন। সকল উত্তরসূরীরা এ ছিফাতকে আপন করে নিয়েছেন। নির্যাতনকে ইমানের আলোয় ভাসিয়ে দিয়েছেন।

✦ আমাদের আলেমদের উল্লেখযোগ্য আদর্শিক নেতারা এ কারাভোগের স্বীকার হয়েছেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ) কে জিজ্ঞাসা হলোা আপনি পৃথিবীর সকল স্থানকে কেমন মনে করেন? তিনি বলেন বকরির পশমের ন্যায়। যেখানেই ছুঁড়ে ফেলা হয় সেখানেই ইমানের পশম খোঁজে পাই।

✦ ইমাম আবু হানিফা (রহিমাহুল্লাহ) এর মাধ্যমে কারাগার ধন্য হয়েছে। তিনি কারাগারকে বলছেন-হে কারাগার! কোন ইমানদার তোর ভিতর এসে ইমানহারা হয়না। বরং নির্ভিত্ত্বে রবের ইবাদাতগুজার হয়ে যায়। তুই এই গুণটা লাভ করেছিস নবীদের সংস্পর্শে। কারাগার যেহেতু মুমিনের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। সেহেতু পরিবারের দুঃখ কষ্ট সহ্য করেই চলতে হবে। পরিবার ছাড়া মানে ইমানহারা হওয়া।

✦ আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহিমাহুল্লাহ) এর কথা মনে আছে। কারাগারের কী পরিমাণ দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে। উনি দাঁড়াতে পারতেন না। এমনকি দাঁড়িয়ে সালাতটা পর্যন্ত আদায় করতে পারতেন না। এরপরও কি ইমানহারা হয়েছেন? বরং ঘরে বসে বসে মুসলিম রিবারের কথা ফিকির করেছেন।

দাওয়াতের ধারা আরো বেগমান করেছেন। ঐ জামানার নির্যাতনের সবগুলো ধরনই তাঁর উপর প্রয়োগ করা হয়েছে। এর দ্বারা তার শরীর নিস্তেজ হয়েছে কিন্তু ইমানের জোড় বেড়ে গিয়েছে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহকে জিজ্ঞাসা করো হলোোঃ

শাইখ.... আপনাকে যদি হত্যা করে এ ক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন?

তিনি জবাবে বলেন তাহলে তো আমি শহীদ হয়ে গেলাম। যদি আপনাকে দেশান্তর করা এ ক্ষেত্রে? তাহলে আল্লাহর রাস্তার মুসাফির হয়ে গেলাম। ইমান বৃদ্ধি পাবে। আর যদি আপনাকে জেলে বন্দি করা হয় এ ক্ষেত্রে? তাঁর উত্তর ছিলো আমি নির্ভিত্তে রবের একজন ইবাদাতগুজার হবো।

সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ!

প্রিয় ভাই দেখলেন তো!

মুমিন বান্দাকে আপনি যেখানেই ফেলবেন সেখানেই তাঁর সফলতা। সেখানেই তাঁর রবের পরিচয়তা। কারণ আল্লাহ বলেন মুমিন বান্দার জন্য এ পৃথিবী প্রশস্ত আর মুনাফিকের জন্য সংকীর্ণ। মুনাফিক আরাম আয়েশের স্থান-বিলাসবহুল ভবন আর উঁচু খানকা থেকে বের হলেই অস্থির হয়ে যায়। কারণ আল্লাহ তাদের জন্য দুনিয়াকে সংকীর্ণ করে দিয়েছেন। মুমিন বান্দার জন্য ইমান বৃদ্ধির কারণ বানিয়েছেন।

প্রিয় ভাই ও বোন!

আর কত বলবো! আজ না হয় থাক। পরিশেষে ছোট্ট একটা কথা বলি আল্লাহ না করুক যদি কোনদিন জেলে যেতে হয়। আর যেতে তো হবেই।

আমরা উপরের ১৪টি নির্যাতনের জন্য ঘটনার সাথে কিছু কভার স্টরি সেট করে নেব। ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বারবার ভিন্ন কথা বলে একই কথা বারবার বলবো। এর দ্বারা তাদের সন্দেহ থেকে বেঁচে যাবেন। নির্যাতন কিছুটা লাগব হবে।

আল্লাহ সকল মুজাহিদ ভাইদের মুক্তি ত্বরান্বিত করুন। সকল মাজলুম ভাইয়ের নাজাতের ব্যবস্থা করুন। সকল জালিমদের হাতগুলোকে ধ্বসিয়ে দিন। সকল চক্রান্তকারী অন্তরকে হয় হেদায়েত আর না হয় বিষাদময় করে দিন।

আমিন! আমিন!

তাগুতের গোয়েন্দা এজেন্সির

মিথ্যা প্রতারণামূলক কথাবার্তা

আপনাকে গুম করা অবস্থায় তারা আপনার কাছ তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন ধরনের কূটকৌশল অবলম্বন করবে।

তাগুতের গোয়েন্দা এজেন্সি আপনাকে তাদের প্রতারণার ফাঁদে ফেলার জন্য আপনার পরিচিত বিভিন্ন সাথী ভাইদের বিরুদ্ধে আপনার কাছে মিথ্যা বলবে। যেন তাদের প্রতি আপনার বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় আর আপনি তাদের বিরুদ্ধে সব কথা বলে দেন। এজন্য তারা আপনার কাছে আপনার ভাইদের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করবে।

তাগুতের গোয়েন্দা মিথ্যা প্রতারণামূলক কী কথা বলে?

১। গুম অবস্থায় আপনার মনোবল কে দূর্বল করার জন্য বলবে অমুক ব্যক্তি কে আমরা গ্রেফতার করেছি। গ্রেফতার না করতে পারলেও আপনাকে সেই পরিস্থিতিতে ধোঁকা দেয়ার জন্য আপনার মনোবল কে দূর্বল করার জন্য আপনার সাথে মিথ্যা কথা বলবে

২। অমুক ব্যক্তি আমাদের হেফাজতে আছে। সে আমাদের কে তোমার ব্যাপারে সব কিছুই বলেছে, তুমি ঐ বিষয়ে জানো, অমুক ব্যক্তির পরিচয় জানো, তাকে ধরার ব্যাপারে আমাদের কে তুমি সহায়তা কর, তাহলে আমরা তোমাকে ছেড়ে দিবো!

তোমার ব্যাপারে অমুক ভাইয়েরা আমাদের কে সব কিছুই বলছে আপনাকে আশ্বস্ত করার জন্য তারা এসমস্ত মিথ্যা বলবে। অথচ যাদের কথা আপনার কাছে বলছে তারা হয়ত আপনার ব্যাপারে তাদের কে কিছুই বলে'নি হয়ত তাকে এখনো গ্রেফতারও করতে পারে নি।

আপনি যদি তাদের কথা বিশ্বাস না করেন তাহলে আপনাকে আশ্বস্ত করার জন্য তারা আপনাকে বলবে, তাকে কী আমরা তোমার সামনে নিয়ে আসব ইত্যাদি নানা ধরনের মিথ্যা প্রতারণা মূলক মিথ্যা কথা বলে আপনাকে ফাঁদে ফেলানোর চেষ্টা করা হবে।

৩। এমনও হতে পারে আপনি যদি কোন ভাবেই তাদের ফাঁদে পা না দেন তাদের ষড়যন্ত্র বুঝতে পারেন সেক্ষেত্রে তারা ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে পারে। তাগুতের গোয়েন্দা এজেন্সি আপনার ঐ সমস্ত ভাই যারা তাদের হাতে গ্রেফতার হয়েছে তাদের কে প্রচুর মারপিট নির্যাতন করে আপনার সামনে নিয়ে আসবে, তাকে এই বলে আপনার সামনে নিয়ে আসবে যেন সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপনার বিরুদ্ধে তাদের শেখানো সকল কথা বলে। আর যদি না বলে তাহলে বিভিন্ন ভয় ভীতি ও নির্যাতনের ভয় দেখাবে।

আপনার সামনে যখন তারা তাকে নিয়ে আসবে, সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপনার সম্পর্কে তাদের শেখানো বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা কথাবার্তা বলবে। যাতে আপনি খুব সহজে মনস্তাত্ত্বিক ভাবে ভেঙ্গে পড়েন এবং তাদের কাছে সব কিছু স্বীকার করেন।

এভাবে তারা নানা নির্যাতন ভয় ভীতি মিথ্যা প্রতারণা মূলক কথাবার্তা বলে আপনাকে নীতিগতভাবে দূর্বল করার চেষ্টা করবে। যাতে করে আপনি তাদের কথা বিশ্বাস করে আপনার ভাইদের বিরুদ্ধে সকল অজানা তথ্য দিয়ে দেন।

৪। তাগুতের এজেন্সি আপনার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য আপনার পরিবার-পরিজন মা-বাবা,ভাই-বোন, স্ত্রী, সন্তানকে গ্রেফতার করতে পারে।

বলা রাখা ভালো, সেটা ব্যক্তি বিশেষ সবার ক্ষেত্রে কখনোই না। হত্যা মামলার ক্ষেত্রে সাধারণত ১৬৪ স্বীকারোক্তি মূলক জবানবন্দি নেয়ার জন্য সাধারণত এরকমটা করে থাকে। সাধারণ ব্যক্তি ক্ষেত্রে এরকম করে না। তবে এরকম পরিস্থিতির বন্দী ব্যক্তিদের জন্য খুব ভয়ানক।

আপনার সামনে আপনার মা বোন ও স্ত্রী বন্দী করে আপনার সামনে তাদের কে বন্দী করে ধর্ষণ করার ভয় দেখাবে.... ঐ পরিস্থিতি অনেক ভাই তথ্য দিয়ে থাকে। আল্লাহু তাদের কে মাফ করুন (আমীন) এরকম অনেক ঘটেছে, আপনার কাছে মুজাহিদ ভাইদের তথ্য সংগ্রহের জন্য তারা বিভিন্ন ধরনের শয়তানের কূটকৌশল করবে।

এটা মনে রাখবেন, তারা আপনাকে গুম করলে এত সহজে কখনো ই তারা আপনাকে ছাড়তে চাবে না।

আপনি তাদের কে যত তথ্য দিবেন তারা আপনার কাছ থেকে আরও তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করবে যতক্ষণ না তারা মনে করবে, আপনার কাছ থেকে আর কিছু পাওয়া যাবে না। অথবা, আপনি আর কিছুই জানেন না বলে তারা মনে করবে।

এমতাবস্থায় তারা আপনাকে নিয়ে মিথ্যা জঙ্গি মামলার নাটক সাজিয়ে ব্রিফিং করে কারাগারে পাঠিয়ে দিবে।

<u>শিক্ষানীয়ঃ</u>

(১) তাগুতের এজেন্সির নিকট বন্দী গুম থাকা অবস্থায় প্রতিনিয়ত তারা আপনাকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করবে।

(২) আপনাকে ফাঁদে ফেলে আপনার কাছ থেকে মুজাহিদ ভাইদের গোপন তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করবে।

(৩) তাগুতের এজেন্সিরা আপনাকে মিথ্যা আশ্বাস প্রতিশ্রুতি দিয়ে আপনার মাধ্যমে আরেক জনের লোকেশন আপনার মাধ্যমে জেনে নেয়ার চেষ্টা করবে।

যাতে করে আপনার দেয়া তথ্য লোকেশনের ভিত্তিতে তারা ঐ ব্যক্তি কে গ্রেফতার করতে পারে।

(৪) আপনার কাছে আপনার অন্যান্য ভাইদের বিরুদ্ধে প্রতারণা মূলক মিথ্যাচার করবে। যাতে করে আপনাকে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলে ক্ষেপিয়ে আপনাকে উওজিত রাগান্বিত করা যায়।

আবার আপনার বিরুদ্ধে অন্য ভাইদের কাছে মিথ্যা কথা বলে একই কাজ করার চেষ্টা করবে। এভাবে তারা একে অপরের বিরুদ্ধে আপনার কাছে বলে তথ্য সংগ্রহের সর্বতক চেষ্টা করবে।

আর আপনি যদি তাদের কথা কোন কারণে বিশ্বাস করেন তাহলে তাদের ফাঁদে অবশ্যই আটকে যাবেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাগুতের মিথ্যা প্রত্যাশা মূলক কথাবার্তা বিভিন্ন ষড়যন্ত্র মূলক কূটকৌশল থেকে হেফাজত করুন আমীন।

পরিশেষে বলব, বন্দী গুম থাকা অবস্থায় তাগুতের বাহিনীর কোন সদস্যের কোন কথা কোন ভাবেই কখনো বিশ্বাস করা যাবে না।

মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের উপর কী

তাগুতের গোয়েন্দা নজরদারি থাকে?

সন্ত্রাস বিরোধী মামলা অথবা জঙ্গি মামলা থেকে জামিনে মুক্তির প্রাপ্ত ব্যক্তিদের উপর কী তাগুতের গোয়েন্দা নজরদারি থাকে ?

আসলে এ সম্পর্কে আমাদের অনেকের মধ্যে বদ্ধমূল অনেক ভুল ধারণা রয়েছে। অনেকে মনে করে একজন ব্যক্তি জঙ্গি মামলা থেকে জামিনে মুক্তির পর হয়ত সর্বাক্ষণিক গোয়েন্দা নজরদারির মধ্যে থাকে আসলে এ ধারণাটা সঠিক নয়।

ব্যক্তি বিশেষ গোয়েন্দা নজরদারি থাকতে পারে তবে সর্বাক্ষণিক কারো উপর গোয়েন্দা নজরদারি করা তাগুতের প্রশাসনের পক্ষে কখনো সম্ভবও না।

ব্যক্তি বিশেষ তাগুতের গোয়েন্দা নজরদারিঃ

ব্যক্তি বিশেষ গোয়ান্দা নজরদারি আবার কয়েক ক্যাটাগরির হতে পারে

১। সন্ত্রাস বিরোধী মামলা অথবা জঙ্গি মামলায় জামিন মুক্তি প্রাপ্ত ব্যক্তি যদি কোন জিহাদী তানজিমের দায়িত্বশীল ব্যক্তি হয়ে থেকে তবে সেক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির উপর অবশ্যই তাগুতের বিশেষ গোয়েন্দা নজরদারি থাকতে পারে। হত্যা মামলার ইজহার ভুক্ত ব্যক্তি জামিনে মুক্তির পর (সাধারণত জামিন দেয় না)

অবশ্যই তাগুতের বিশেষ গোয়েন্দা নজরদারির আওতায় থাকবে এটাই হলোা বাস্তবতা। ঐ সমস্ত বিশেষ ব্যক্তিদের জামিন দিলেও সাধারণত শর্ত সাপেক্ষে দিয়ে থাকে।

২। এছাড়া জিহাদী তানজিম সাথে যুক্ত কোন ব্যক্তির ব্যাপারে যদি তাগুত প্রশাসন সুস্পষ্ট ভাবে অবগত হয় যে, অমুক ব্যক্তি ঐ সংগঠনের সাথে জড়িত ছিল এবং তাদের হয়ে কাজ করছে তাহলে সেক্ষেত্রে এমন ব্যক্তিও তাগুতের বিশেষ গোয়েন্দা নজরদারি আওতায় থাকতেই পারে।

৩। এছাড়া দুইয়ের অধিক মামলারত ব্যক্তিদের জামিনে মুক্তির পর সাধারণ নজরদারির আওতায় থাকতে পারে।

৪। কোন জিহাদী তানজিমের সাধারণ সদস্য,নতুন সাথী যাদের ব্যাপারে তাগুতের গোয়েন্দা এজেন্সির কাছে তেমন কোন তথ্য নেই।

এমন ব্যক্তিদের উপর তাগুতের তেমন কোন বিশেষ নজরদারি সাধারণত থাকে না। তবে সবার ক্ষেত্রে বিষয়টি সাধারণত এক রকম নাও হতে পারে। ব্যক্তি বিশেষ পার্থক্য হতে পারে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরকমটা হয় না বলা জানা যায়।

৫। জিহাদী তানজিমের সাথে যুক্ত নয়, জিহাদ ও মুজাহিদ সমর্থক, অনলাইনে জিহাদ ও মুজাহিদ ভাইদের পক্ষে লেখালেখিরা কারণে,অথবা, এলাকা অথবা মহল্লায় জিহাদের দাওয়াত দেওয়ার কারণে গ্রেফতার হয়েছে।

তবে মামলার মধ্যে তেমন কোন তথ্য প্রমাণ নাই। নন ইজহার ভুক্ত মামলার আসামি এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে জামিনে মুক্তির পর তাগুতের বিশেষ তেমন

কোন নজরদারী থাকে না। এটা এই ধরনের ব্যক্তিদের প্রায় সবার ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে।

ব্যতিক্রম দুই এক জনের ক্ষেত্রে হতে পারে তবে সে ক্ষেত্রে নজরদারির বিশেষ কোন কারণ থাকতে পারে। তাগুতের গোয়েন্দা সংস্থা স্বাভাবিক ভাবে তাদের স্বার্থ্যের মধ্যে আম ভাবে সবার উপরই মনিটরিং করার চেষ্টা করে।

তবে বিশেষ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে অবশ্যই বিশেষ গুরুত্ব সহকারে নজরদারি চেষ্টা করবে। তাগুতের গোয়েন্দা সংস্থা দেশে কোন ধরনের জঙ্গি কর্মকাণ্ড না ঘটলে সেক্ষেত্রে পরিবেশ পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে, তাদের স্বাভাবিক কার্যক্রম অনুযায়ী নজরদারি খোজ খবর নিতে পারে।

তাগুতের গোয়েন্দা এজেন্সি জঙ্গি মামলায় জামিনে মুক্তি প্রাপ্ত ব্যক্তিদের উপর সাধারণত যেভাবে গোয়েন্দা নজরদারি করেঃ

(১) তাগুতের গোয়েন্দা এজেন্সি সাধারণত গোয়ান্দা সোর্সের মাধ্যমে আপনার উপর গোয়েন্দা নজরদারি করবে। আপনার এলাকা গ্রাম অথবা মহল্লায় আপনি যেখানে বসাবস করেন তার আশেপাশের তাগুতের অনেক গোয়ান্দা সোর্স থাকে তারাই মূলত তাগুতের গোয়েন্দা এজেন্সিকে আপনার ব্যাপারে ইনফর্ম করার চেষ্টা করে থাকে। আপনি কি করেন, কোথায় যান,কার সাথে যোগাযোগ করেন, এটা তারা টার্গেটে রাখার চেষ্টা করে এবং যেকোন মাধ্যমে তা জানার চেষ্টা করবে।

(২) সরাসরি তাগুতের গোয়েন্দা এজেন্সির লোকেরা জামিনে মুক্ত কোন সাধারণ ব্যক্তির উপর সরাসরি নজরদারি করে না। তবে মাঝে মধ্যে কারো বাসায় গিয়ে অথবা ফোনে ঐ ব্যক্তির খোঁজ খবর নিতে পারে। এই ধরনের কাজ সাধারণত তারা অনেক সময় করে থাকে।

(৩) আপনি মামলার বর্তমান কী পরিস্থিতি আছে, আপনি বর্তমানে কী করেন, বর্তমানে আপনি কোথায় থাকেন। এগুলোই মূলত তাদের আগ্রহের বিষয় তারা মূলত আপনার কাছ থেকে এ বিষয়গুলো জানার চেষ্টা করবে।

এগুলো তাঁরা সরাসরি আপনার বাসায় এসে, আপনার এবং আপনার পরিবার বর্গের কাছে সরাসরি জানার চেষ্টা করতে পারে। তবে সেটা সব সময় নয় বছরে অন্ততঃ দু'বার। যখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রলানয় থেকে নির্দেশনা আছে তখন তারা বিষয়গুলো জেনে তাদের ফাইলে লিপিবদ্ধ করে। তবে সাধারণ খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য আপনার বাসার ঠিকানায় কল করে তারা বিষয়গুলো জানার

চেষ্টা করে থাকে।

আপনার বাসার অভিভাবক এবং উকিল যে আপনার মামলা পরিচালনা করে কিংবা আপনার মামলা সংশ্লিষ্ট কোর্ট থেকে আপনি মামলার বর্তমান কী পরিস্থিতি, আপনি বর্তমানে কী করেন, বর্তমানে আপনি কোথায় থাকেন, এগুলো অবশ্যই জানার চেষ্টা করতে পারে।

(৪) তারা মূলত আপনার বাড়ির আশাপাশের সোর্সের মাধ্যমে আপনার সার্বিক পরিস্থিতির তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করবে।

জিহাদী তানজিমের সাথে সংশ্লিষ্ট বিশেষ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে তাগুতের গোয়েন্দা এজেন্সি জামিনে মুক্তির পর প্রতি সপ্তাহে থানায় তাদের হাজিরা দিতে বলে।

অনেক সময় তাগুতের গোয়েন্দা সংস্থা তাদের পক্ষ থেকে জাসুস বাটন মোবাইল ও সিম জামিনে মুক্তি প্রাপ্ত ভাইদের কে দিয়ে থাকেন। যাতে করে তারা সব সময় নজরদারি ও যোগাযোগ রাখতে পারে।

বগুড়ার ডিবি যারা না'কি জঙ্গী দমনে বিশেষ সফলতা পাইছে তারা এরকমটা করে থাকে **(**প্রমাণিত**)**

তবে তানজিমের সাথে যুক্ত নয়, জিহাদ ও মুজাহিদ সমর্থক অথবা জিহাদী তানজিমের সাধারণ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সাধারণত এমনটি তারা করে না।

তাগুতেরা মূলত ব্যক্তি বিশেষ

হাই প্রোফাইল ব্যক্তিদের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে গোয়ন্দা নজরদারি করার চেষ্টা করে থাকে। আবারো বলছি...

আপনি যদি কোন জিহিদী তানজিমের সাথে যুক্ত না হয়ে থাকেন, শুধুমাত্র জিহাদ ও মুজাহিদ সমর্থক হোন অথবা কোন জিহাদী তানজিমের সাধারণ ব্যক্তি হিসাবে গ্রেফতার হোন।

সেক্ষেত্রে আপনার উপর তাগুতের সাধারণত তেমন নজরদারি থাকবে বলে আশা করা যায়। তবে পূর্বে আপনার ভুলের কারণে কিংবা যেসব তথ্যের কারণে গ্রেফতার হয়েছেন

সেগুলো অবশ্যই এড়িয় চলতে হবে সন্দেহজনক জনক কার্যক্রম

থেকে বিরত থাকতে হবে।

মুজাহিদীন ভাইদের অভ্যান্তরীণ এবং গৃহ কক্ষের নিরাপত্তা

১। আপনার বাসায় কেউ হঠাৎ নক করলে গেটের ফাঁক দিয়ে ব্যক্তির পরিচয় নিশ্চিত হয়ে এরপর গেট খুলবেন।

২। বাসায় কখনো ইসলামী বই রাখা ঠিক হবে না। একান্ত রাখতে চাইল ইসলামিক বই অধ্যয়ান শেষ গোপনীয় নিরাপদ স্থানে রাখতে পারেন ইনশা'আল্লাহ।

কেননা, আপনার বাসায় ইসলামিক বই পেলে তাগুতের বাহিনী এগুলো পরিবর্তন করে তাদের কাছে থাকা, তাদের ভাষায় কথিত জঙ্গিবাদী বই দিয়ে সেগুলো জঙ্গিবাদি বই চালিয়ে দিতে পারে।

৩। বাসায় আপনার গুচ্ছিত টাকা পয়সা আপনার ঘরের আলমারি কিংবা যেখানে সেখানে রাখবেন না। কেননা, তাগুতের গোয়েন্দা এজেন্সি আপনার বাসায় ঘর তল্লাশির সময় আপনার গুচ্ছিত টাকা পয়সা পেলে সেগুলো জঙ্গি অর্থায়নের টাকা বলে চালিয়ে দিবে। এমনকি সবগুলো টাকা চুরি করে নিয়ে যাবে।

তাগুতের এজেন্সি আপনার বাসায় ঘর তল্লাশির সময় বাসার মোবাইল টাকা পয়সা, সাধারণত চুরি করে এরকম অনেক নজির আছে।

এজন্য বাসার লোকজন কে ঘর তল্লাশির সময় হতাশ না হয়ে সজাগ ও সতর্ক থাকার জন্য বলবেন।

নিজের অরজিনাল নাম, পরিচয়, বাসার ঠিকানা ও ফোন নম্বর আপনার সাথী ভাইদের কে কখনো দিবেন না এবং কারো কাছ থেকে কখনো জানতে ও চাইবেন না ইন শা আল্লাহ। **(গূরুত্বপূর্ণ)**

সতর্কতা সর্বাবস্থায় কাম্য

আর হ্যাঁ ভাই সারা দেশে অসংখ্য জঙ্গি মামলার আসামি জামিনে মুক্তি আছে।

অনেক শীর্ষ সন্ত্রাসী **(**কথিত ইসলামী জঙ্গি নয়**)** কালো তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসীরাও রয়েছে। তাদের সবার উপর গোয়েন্দা নজরদারি রাখা কখনো তাগুতের পক্ষে সম্ভব না।

১। আপনি ঘরের ভিতর কী করছেন কিংবা গোপনে কী করছেন। কার সাথে যোগাযোগ করেছেন সেটা তো আর নজরদারি করা সম্ভব না।

২। তবে আপনার এলাকা মহল্লায় অথবা গ্রামের আশেপাশে তাগুতের গোয়েন্দা এজেন্সির সোর্সেরা সাধারণত এসব ক্ষেত্রে তারাই মূল গোয়েন্দার ভূমিকায় পালন করে থাকে।

৩। প্রতিটি পাড়া মহল্লায় তাগুতের জঙ্গি ও সন্ত্রাসী নির্মূল কমিটি আছে। এসমস্ত কমিউনিটি কিছু অতি উৎসাহী সরকার দলীয় লোকজন থাকে।

এদের মধ্যেও তাগুতের গোয়েন্দা সংস্থার লোক থাকতে পারে আর থাকাটাই স্বাভাবিক। তাই এ বিষয়ে চোখ কান খোলা রাখতে হবে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। সন্দেহজনক কার্যক্রম এড়িয়ে চলতে হবে।

৪। আপনার এলাকা পাড়া মহল্লায় কিংবা গ্রামে যেখানে আপনি অবস্থান করেন। সেখানকার জনগণ জনপ্রতিনিধি কাউন্সিলররা যেন আপনার পক্ষে থাকে এটা খুবই জরুরী। না হলে আপনি সমস্যায় পড়তে পারেন তাগুতের গোয়েন্দা সংস্থা পাবলিক তথ্য কে খুবই গুরুত্ব সহকারে নেয়।

৫। আপনার এলাকা পাড়া মহল্লায় কিংবা গ্রামে জঙ্গি ও সন্ত্রাসী নির্মূল কমিটির সদস্য টি অতি উৎসাহী সরকার দলীয় লোকজন তাগুতের এজেন্সির সোর্স (দালাল)। এদেরকে অবশ্যই এড়িয়ে চলতে হবে এরাই হলো মূল জাসুস, তারাই আপনার উপর মূলত নজরদারি চলাবে।

৬। প্রশাসনকে আপনার ব্যাপারে ভালো মন্দ বলতে পারে। এজন্য নিজ এলাকা কিংবা গ্রামে খুব সতর্কতা এবং সাবধানতার সাথে চলাফেরা করতে হবে।

৭। তাছাড়া আপনার ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য প্রতি বছর কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের পক্ষ থেকে লোক আসবে। আপনার সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চাইবে। আপনি সুন্দর ভাবে সব কিছু তাদের কে সব কিছু বলবেন।

৮। আপনার ব্যাপারে আপনার মামলার ব্যাপারে তাদের তথ্য নেয়া শেষ হলে তারা তাদের ফাইলে সেগুলো লিপীবদ্ধ করা হলে তারা চলে যাবে আতঙ্কিত হবার কিছু নেই। তাদের কাজ হচ্ছে আপনার মামলা এবং আপনার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা এছাড়া অন্য কিছু না

তারা তথ্য প্রমাণ ছাড়া কোর্টের নির্দেশনা ছাড়া আপনাকে কখনো গ্রেফতার করতে পারবে না কিংবা তারা তা করবেই না আল্লাহ আমাদের সকলকে বিষয়গুলো বুঝার তৌফিক দান করুন এবং এ ধরনের পরিস্থিতি থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন আমীন।

এক ভাইয়ের মাধ্যমে অন্য ভাইকে গ্রেফতার করা

অনলাইনে দ্বীনি ভাইদের একে অপরের সাথে যোগাযোগে চ্যাটিং করার ক্ষেত্রে সাংকেতিক সংকেত কৌশল হিসাবে ব্যবহার করা উচিত। তাগুতের গোয়েন্দা এজেন্সিরা মু'জাহিদ ভাইদের কে গ্রেফতারের জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের চক্রান্ত করে থাকে।

যেহেতু তারা চক্রান্ত করে আমাদের কে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করে। সেহেতু আমাদেরকে তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করার জন্য কৌশল অবলম্বন করা উচিত।

এইতো, সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুকে কিছুদিন আগে এক ব্যক্তি নিজেকে অমুক পরিচিত

ব্যক্তি বলে দাবি করে। পূর্ব থেকে তার সাথে অন্যান্য ভাইদের যোগাযোগের ক্ষেত্রে কথা বলার সাংকেতিক কৌশল না থাকায় তার বিষয়ে তাৎক্ষণিক সত্যতা নিশ্চিত করা সে সময় সম্ভব হয় নাই। সে অমুক ব্যক্তি কী না যার ফলে সেই ব্যক্তিকে অনেকে অমুক পরিচিত ভাই বলে

প্রমোট করেছে। যে সমস্ত মুহতারাম ভাইয়েরা তাকে প্রমোট করেছিল। পূর্ব থেকে ভাইটির সাথে যোগাযোগে চ্যাটিং এর ক্ষেত্রে কথা বলার কিছু সাংকেতিক কৌশল অবলম্বন করলে এই সমস্যা হতো না।

আপনারা নিজেরাই একে অপরের সাথে পরামর্শ করে তৈরি করতে পারেন। একে অপরের সাথে যোগাযোগে চ্যাটিং করার জন্য সাংকেতিক সংকেত যুক্ত কৌশল ব্যবহার করতে পারেন।

এমন ধরনের সাংকেতিক সংকেত সিম্বল ব্যবহার করবেন যাতে কেউ বুঝতে না পারে। আপনি আপনার যোগাযোগের ক্ষেত্রে একে অপরের অবস্থা বুঝার জন্য কৌশল অবলম্বন করছেন। যাতে করে সহজেই আপনার অপর পরিচিত প্রিয় ভাইকে খুব সহজেই চিনতে পারেন। এতে করে হঠাৎ কেউ এসে নিজেকে অমুক ব্যক্তি হিসাবে মিথ্যা দাবি করলে তাৎক্ষণিক বিষয়টি যাতে সহজে বুঝা যায়।

তাগুতেরা বিভিন্ন সময়ে নানা কারণে বিনা অপরাধে আমাদের অনেক নিরীহ ভাই বোনদের কে গ্রেফতার করে। আপনার পরিচিত ভাই কে গ্রেফতার করলে যার সাথে আপনি অনলাইনে অফলাইনে যোগাযোগ করতেন।

পরবর্তীতে তার আইডি ব্যবহার করে তাগুতেরা আপনাকে ফাঁদে ফেলে গ্রে'ফতারের চেষ্টা করতে পারে। তারা বিভিন্ন ধরনের ফিশিং লিংক ভাইরাস যুক্ত ফাইলর চ্যাটিং এর মাধ্যমে পাঠিয়ে আপনার ডিভাইস কে আক্রান্ত করতে পারে।

অথবা আপনার সাথে অফলাইনে পরিচয় থাকলে আপনার পরিচিত দ্বীনি ভাইয়ের আইডি ব্যবহার করে আপনাকে কোন নির্জন জায়গায় তাগুতেরা ডেকে এনে গুম খুন অথবা গ্রে'ফতার করার চেষ্টা করতে পারে ।

এজন্য প্রিয় ভাইয়েরা তাগুতের গোয়েন্দা এজেন্সি যেন আপনাকে এই ধরনের ফাঁদে ফেলতে না পারে এজন্য একে অপরের সাথে যোগাযোগ চ্যাটিং এর জন্য অবশ্যই সাংকেতিক কৌশল ব্যবহার করা উচিত।

এতে করে একে অপরের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা আরো শক্তিশালী হবে। কোন ভাই গ্রেফতার হলে পূর্ব ব্যবহৃত সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার না করলে অথবা ভুল ব্যবহার করলে বুঝে নিবেন ভাই হয়ত গ্রে'ফতার হয়েছে।

তখন সাথে সাথে তার সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করবেন না। বরং সেক্ষেত্রে সতর্ক ও সাবধান হবেন সজাগ থাকবেন। আর সাথে সাথে যোগাযোগ বন্ধ করলে তাগুতেরা বুঝতে পারবে আপনি বুঝতে পেয়েছেন। এতে করে আপনার বন্দী ভাইয়ের উপর কঠিন নির্যাতন হতে পারে। এজন্য কথাবার্তা চালিয়ে যাবেন। কিন্তু কোন লিংক ছবি ভিডিও অডিও ফাইলের ক্লিক করবেন না।

তাগুতেরা মূলত একজনের মাধ্যমে আরেক জনের গ্রে'ফতারের চেষ্টা করে ... এটা তাদের কৌশল। এভাবে তারা সবাইকে গ্রেফতারের চেষ্টা চালায়। একটা সময় তাগুতেরা কাউকে গ্রেফতার করলে তার আইডি পেইজ বন্ধ করে দিতো। কিন্তু বর্তমানে তাগুতেরা কৌশল পরিবর্তন করেছে গ্রেফতারকৃত ভাইয়ের আইডি-পেইজ কে তারা ফাঁদ হিসাবে অন্য ভাইদের জন্য ব্যবহার করছে।

ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক নিরাপদে ব্যবহারের কৌশল

১। ওয়াইফাই ব্রাডব্যান্ড নেটওয়ার্ক রাউটারের কানেকশন দেয়ার সময় ব্রান্ডব্যান্ড কোম্পানি গুলো ব্যবহারকারীদের NID চায় ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক আইডি রেজিষ্ট্রেশন করার জন্য সেক্ষেত্রে আপনার পরিচিত দূর সম্পর্কের দাদু -নানুর ফেক NID দিতে পারেন অথবা ফেক NID তৈরি করে সেটা দিয়ে রেজিষ্ট্রেশন করতে পারেন।

২। ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক নিরাপত্তার জন্য ওয়াইফাই রাউটারে মিলিটারি গ্রাউডের ভিপিএন ও ডিএনএস ইউজ করতে পারেন । (পেইড ভিপিএন)

সরাসরি রাউটারে ভিপিএন ইউজ না করে সাব-রাউটারে ভিপিএন ও ডিএনএস ইউজ করে ব্যবহার করা নিরাপত্তার জন্য সবচেয়ে উত্তম হয়।

৩। ওয়াইফাই ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তার জন্য ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক ব্যবহার শেষে রাউটারে লগ হিস্টোরি প্রতিদিন ক্লিয়ার করে নেয়া উচিত হবে।

৪। ওয়াইফাই ব্যবহারকারীদের তথ্য সুরক্ষার জন্য প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার ওয়াইফাই রাউটার Factory Data reset দিতে হবে। সম্ভব হলে প্রতিদিন দিলে নিরাপত্তার জন্য আরো ভালো হলো।

৫। ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক ব্যবহার শেষে ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তার জন্য ওয়াইফাই রাউটার কানেকশন ডিভাইস থেকে ডিসকানেক্ট করে দেয়া যেতে পারে। এরপর ওয়াইফাই রাউটারের বিদ্যুৎ কানেকশন অফ করে দেয়া যেতে পারে।

উপরোক্ত ট্রিকসগুলো ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে অনলাইনে জিহাদের দাওয়াত প্রচারকারী ভাইদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সিম কোম্পানিগুলোর ডাটা কানেকশনের নিরাপত্তা কৌশল

১। বেনামি অর্থাৎ অন্যের নামে রেজিষ্ট্রেশনকৃত সিম সংগ্রহ করতে হবে। অথবা আপনার দূর সম্পর্কের দাদু-নানুর নামে রেজিষ্ট্রেশন সিম ব্যবহার করতে হবে কিংবা ভুয়া NID ব্যবহার করে সিম রেজিষ্ট্রেশন করতে হবে।

২। ডাটা কানেকশনের মাধ্যমে এন্ড্রয়েড ডিভাইস নিরাপদে ব্যবহারের জন্য পকেট রাউটার ব্যবহার করতে পারেন। গ্রামীণফোন/ হুয়াওয়ে ৪জি/৫জি পকেট রাউটার গুলো ব্যবহার করা উত্তম হবে। সেগুলোতে ভিপিএন (VPN)ও ডিএনএস (DNS) ব্যবহার করে এন্ড্রয়েড ডিভাইসের মাধ্যমে নিরাপদে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারেন ।

বিঃদ্রঃ উপরে ওয়াইফাই রাউটারের নিরাপত্তা বিষয়ে যে ট্রিকসগুলো বলা হয়েছে সেগুলো পকেট রাউটারের ক্ষেত্রে ও প্রযোজ্য হবে।

৩। পকেট রাউটার ব্যবহার করতে না চাইলে সেক্ষেত্রে বিকল্প পদ্ধতি হচ্ছে আপনার হাতের কাছে দুটা এন্ড্রয়েড ডিভাইস থাকলে একটাতে ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক কানেকশন নিয়ে সেটাতে টর অরবট ভিপিএন কানেক্ট করে হটস্পটের মাধ্যমে অন্য ডিভাইসে ইন্টারনেট শেয়ার করে সেখানেও টর অরবট ভিপিএন ব্রাউজার বা *invisible pro* এজাতীয় ভিপিএন ব্যবহার করে নিরাপদে ইন্টারনেট ব্রাউজিং করা যেতে পারেন।

৪। দাওয়াহ কাজে ব্যবহৃত সিম কার্ডের কলের মাধ্যমে কারো সাথে যোগাযোগ না করায় মুনাসিব। পকেট রাউটারে ব্যবহৃত সিম কার্ডের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য (দাওয়াহ কাজের জন্য)। এই ট্রিকসগুলো অনলাইনে জিহাদের দাওয়াহ প্রচারকারী ভাইদের জন্য প্রযোজ্য হবে সাধারণ ভাইদের জন্য নয়। উপরের ট্রিকসগুলো ফলো করলে আপনার নিরাপত্তা আরো অনেক স্ট্রং হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তায়ালা আমাদের একমাত্র হেফাজতকারী।

যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে Chirpwire

ChirpWire এর সুবিধা I URL: https://chirpwire.net

যদিও প্ল্যাটফর্মটি জনসাধারণের জন্য নয়, যে কেউ সেখানে একটি এলোমেলো ব্যবহারকারীর নাম এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে একটি একাউন্ট খুলতে পারে।

ফেসবুকের বিপরীতে, ChirpWire- এর সাথে একাউন্ট করার জন্য কোন ইমেল বা ফোন নম্বরের প্রয়োজন নেই। প্ল্যাটফর্মটি তার ব্যবহারকারীর বিবরণ তৃতীয় পক্ষের সাথে ভাগ করে না।

এখানে একাউন্ট হোল্ডাররা কোন বিষয়বস্তুর পরিস্রাবণ বা পরিমাপ ছাড়াই যোগাযোগ করতে এবং যেকোনো কিছু শেয়ার করার জন্য গ্রুপ খুলতে পারে।

এই প্ল্যাটফর্মে ব্যক্তিগত চ্যানেলের মাধ্যমে তৈরি এবং যোগাযোগ করতে পারে। এই সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপ একাধিক সমর্থন করে ভাষা।

দেখা গেছে যে ChirpWire সম্পূর্ণভাবে ১৯ টি ভাষায় কাজ করে, যার মধ্যে পশতু, উর্দু, চিনো সিম্প্লিফিক্যাডো, ইংরেজি, ফরাসি, জাপানি, আরবি, ফার্সি, রাশিয়ান এবং বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় দেশের ভাষা রয়েছে।

বাংলা প্ল্যাটফর্মের অফিসিয়াল ভাষা নয় কিন্তু সাইটে বাংলা জিহাদি বিষয়বস্তুর কোন অভাব নেই।

একিউ অফিশিয়াল মিডিয়া গুলোকে সেখানে দাওয়াহ কার্যক্রম পরিচালনা করতে দেখা যায়।

Chirpwire Id খোলার নিয়ম কীভাবে আইডি খুলতে হবে?

https://telegra.ph/Chirpware-10-31

সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুকে Active Status নিরাপত্তা

অনলাইনে সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুকে Active Status এই অপশনটি আপনার ফেসবুক একাউন্টের মেসেঞ্জারের সেটিংস থেকে অফ করে দিন। একইভাবে এপস এর সেটিংস থেকে বন্ধ করে দিন।

Active status বন্ধ করলে সুবিধা কী?

এই অপশনটি নিষ্ক্রিয় করে দিলে, আপনি কখন অনলাইনে আসছেন বা লগ আউট করছেন, তা অন্য কেউ দেখতে পারবে না।

এর মাধ্যমে আপনার অনলাইন উপস্থিতি বা স্থান সম্পর্কে তথ্য জানতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাদের সমস্যা সৃষ্টি হবে। এছাড়া সব সময় একই সময়ে পোস্ট বা অনলাইনে এক্টিভ হবেন না।

একটু ভুলের জন্য যে অসুবিধা হতে পারেঃ

Active status বন্ধ না করলে এতে কুফফার বাহিনীরা আপনাকে শনাক্ত করতে পারবে। ধরুন আপনি প্রতিদিন সকাল ১০ টা আপনার ব্যক্তিগত কাজে ফেসবুক এরকম সোশ্যাল মিডিয়াতে আসেন বা পোস্ট দেন।

আবার ঠিক একই টাইম এ আপনি দাওয়াহ ইলাল্লাহ সাইটেও পোস্ট আপালোড করেন। তখন কুফফার বাহিনীরা আপনার উভয় পোস্ট এর কথা বলার ধরন দেখে এবং পোস্ট আপলোড করার সময় দেখে আপনাকে চিহ্নিত করতে পারে।

পূর্ব প্রস্তুতি, সতর্কতা, ব্যাক্তি এবং ডিভাইস নিরাপত্তা

কোন কিছু ঘটার আগে পূর্ব প্রস্তুতি থাকলে সম্ভাব্য ক্ষয় ক্ষতি হওয়া থেকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ।

✦ তাগুতের গোয়েন্দা এজেন্সি কোন ভাবে জিহাদ সমর্থক ও মু’জাহিদীন ভাইদের লোকেশন তথ্য পেলে আপনার বর্তমান অবস্থান শনাক্ত করার সর্বাচ্চ ✦ চেষ্টা করবে। সেক্ষেত্রে তারা আপনার মোবাইল ট্র্যাকিং কিংবা গোপন সোর্সের মাধ্যমে আপনার বর্তমান অবস্থান শনাক্ত করার চেষ্টা করতে পারে।

✦ আপনার মোবাইল ট্র্যাকিং করা সম্ভব না হলে, আপনার পরিচিত যারা আপনার লোকেশন জানতে পারে তাকে গ্রেফতার করে তার মাধ্যমে সরাসরি আপনার অবস্থান শনাক্ত করার চেষ্টা করবে।

✦ আপনার পরিচিত গ্রেফতারকৃত ঐ ব্যক্তির মাধ্যমে আপনার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে। তাগুতের গো’য়েন্দা এজেন্সি আপনার বর্তমান অবস্থান শনাক্ত করতে পারলে। আপনার ঠিকানায় কিংবা বাসায় তাগুতের গো’য়েন্দা ফোর্স দিয়ে সম্পূর্ণ এলাকা ঘেরে ফেলবে। তারপর ধীরে ধীরে যেভাবে কিংবা যার মাধ্যমে আপনার তথ্য সূত্র পেয়েছে তাকে নিয়ে কিংবা তার ইনফরমেশন তথ্যের ভিত্তিতে সোজা আপনার ঠিকানায় বাসায় কড়া নাড়বে। এজন্য পূর্ব থেকে আপনার বাসায় সর্বোচ্চ প্রস্তুতি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত

✦ আপনার বাসায় সকল ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস মোবাইল ও কম্পিউটার / ল্যাপটপ লুকিয়ে রাখার জন্য বাঙ্কার তৈরি করে রাখতে হবে।

ব্যবহার শেষে দাওয়াহ কাজে ব্যবহৃত ডিভাইস সমূহ মোবাইল/ল্যাপটপ নিরাপদ স্থানে সরিয়ে রাখতে হবে।

<u>আপনার ডিভাইস ও ব্যক্তিগত নিরাপাত্তাঃ</u>

তাগুতের গোয়েন্দা এজেন্সি আপনাকে গ্রেফতার করলেও আপনার কাছে থেকে গূরত্বপূর্ণ তথ্য যেন না পায় তাই ডিভাইস এবং ব্যাক্তি নিরাপত্তা জরুরী।

নিরাপত্তা ও গ্রেফতার এড়ানোর জন্য সতর্কতা ও পূর্ব প্রস্তুতি আবশ্যক।

মু'জাহিদ ভাই ও বোনদের কে যে বিষয়গুলো প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে

১। অনলাইনে দাওয়াহ কাজের জন্য পৃথক ল্যাপটপ/এন্ড্রয়েড ডিভাইস ব্যবহার করা যেতে পারে।

২। আর পরিবার পরিজনের সাথে যোগাযোগের জন্য পৃথক বাটন ফোন ব্যবহার করা যেতে পারে।

৩। আপনার ফোনে দ্বীনি ভাই বোনদের মোবাইল নাম্বার গোপনীয় ঠিকানা কখনো রাখা যাবে না। দ্বীনি ভাই ও পরিবার পরিজনের নাম্বার মুখস্থ রাখাই ভালো ফোনে নাম্বার না রাখাই ভালো প্রয়োজনীয় নাম্বার সমূহ নোট খাতায় লিখে গোপনীয় স্থানে রাখা যেতে পারে। অথবা,টর বা মজিলা ব্রাউজার ব্যবহার করে, https://www.protectedtext.com উক্ত সাইটে গিয়ে আইডি খুলে লিখে রাখতে পারেন ইনশা'আল্লাহ। এখানে লেখা রাখার সবচেয়ে ভালো হয় এজন্য যে ইনক্রিপশন সুবিধা আছে।

৪। আমরা অনলাইন দাওয়াহ কাজের জন্য এন্ড্রয়েড ডিভাইসে বিভিন্ন ধরনের সিকিউর গুরুত্বপূর্ণ থার্ড পার্টি এপস ইন্সটল করে রাখি

যেমন:- Tor browser, Tor Orbot Vpn Browser , Secure Messaging Apk - Conversation, Element, Rocket ,Bbm , Threema

এছাড়া দাওয়াহ কাজের জন্য ফেসবুক ও টেলিগ্রাম জাতীয় এপসগুলো

এন্ড্রয়েড ডিভাইসে ইন্সটল থাকলে। হঠাৎ কোন অতি আগ্রহী সন্দেহজন তাগুতের গো'য়ান্দা সোর্স কিংবা এ জাতীয় কোন ব্যক্তি দেখলে অবশ্যই সন্দেহ করতে পারে।

পরবর্তীতে এ কারণে আপনি সমস্যায় পড়তে পারেন এমনকি তাগু'তের গো'য়া'ন্দা এজেন্সির কাছে কেউ এন্ড্রয়েড ডিভাইস সহ গ্রেফতার হলো। এই ধরনের এপস ডিভাইসে ইন্সটল থাকলে উপরোক্ত এপসে কিছু না থাকলেও অবশ্যই বিষয়টি অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে নিবে। এজন্য দাওয়াহ কাজের প্রয়োজনীয় এপস যথাসম্ভব ব্যবহার শেষে আনইন্সটল করে রাখায় উত্তম।

৫। যে সমস্ত এপসের সাইট আছে সেগুলোর কাজ ঐ সমস্ত সাইট থেকে ব্যবহার করবেন যেমমঃ ফেক টেম্পরারিমেইল, ফ্রী মেইল, প্রোটনমেইল। এই সমস্ত মেইল গুলো ব্যবহারের জন্য এপস ব্যবহার করবেন না। ওয়েবসাইট থেকেই ব্যবহার করতে পারবেন।

৬। অপ্রয়োজনীয় থার্ড পার্টি সফটওয়্যার ফোনে ইন্সটল করে রাখবেন না

৭। এছাড়া দাওয়াহ কাজের জন্য ফেসবুক, টেলিগ্রাম ব্যবহার করতে হলে টর ব্রাউজারের সাথে টর অরবট ভিপিএন ব্রাউজারের নির্দিষ্ট সার্ভার কানেক্ট করে নিরাপদে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৮। আপনার ডিভাইসে নরমালি সাধারণ কাজের জন্য Chrome Browser নিরাপত্তার জন্য ব্যবহার করা যাবে না। এর Alternative Apk হিসাবে Mozilla Firefox ব্রাউজার ব্যবহার করতে হবে। সর্বদা ইনস্টল রেখে ডিফল্ট ব্রাউজার হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে ইন'শা'আল্লাহ।

৯। ফেসবুক, টেলিগ্রাম টুইটার, চ্যারপওয়ার ও জিও নিউজ এগুলো নরমালি ব্যবহারের জন্য সাধারণ ব্রাউজারের মাধ্যমে ব্রাউজ করা যেতে পারে। আর নিরাপত্তার জন্য টর ব্রাউজার ইনস্টল করে ব্যবহার করতে হবে। উপরোক্ত সোশ্যাল মিডিয়াগুলো ব্যবহারের জন্য থার্ড পার্টি সফটওয়্যার ব্যবহার করার প্রয়োজন নাই

১০। সাধারণ ভাইয়েরা নরমাললি ব্যবহার করতে চাইলে fdroid Apk Strore থেকে উপরোক্ত X Lite (টুইটারের জন্য), Facebook Lite (ফেসবুকের জন্য) Nikogram Apk (টেলিগ্রামের জন্য) ইন্সটল করে ব্যবহার করতে হবে। তবে অবশ্যই ব্যবহার শেষে এসমস্ত এপস থেকে আইডি লগ আউট করে এপস আনইন্সটল করে রাখতে হবে।

১১। Fdroid Apk Store Settings অপশনে গিয়ে Delete Apk Download (✓) চিহ্ন তুলে দিলে ডাইনলোড করা এপস আপনার এন্ড্রয়েড ডিভাইসে Fdroid নামে ফোল্ডারে থাকবে। আপনি চাইলে পরবর্তীতে সেটা ইনস্টল করে আপডেট করে ব্যবহার করতে পারেন। আর হ্যাঁ অবশ্যই এসমস্ত এপস কিংবা ব্রাউজারে কোন ধরনের আইডি, ইমেইল ও পাসওয়ার্ড সেভ করে রাখা যাবে না।

১২। ফোনে প্রতিটি এপসে এপস ডিভাইস লকার কিংবা হাউডার ব্যবহার করা যেতে পারে। এজন্য Apex launcher Apk / Launcher Settings এ জাতীয় Launcher এপস ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে বর্তমানে কিছু কিছু ফোনে এপস্ হাইড করার এপ দেওয়া থাকে। দেওয়া থাকলে Launcher এপ লাগবে না।

১৩। ফোনে Pin / Password লক ব্যবহার করতে পারেন Partten lock ব্যবহার করা ঠিক হবে না সহজে খোলা যায়, একবার দেখলে যেকেউ বুঝে যাবে।

১৪। সিম কার্ড লক (পিন) ব্যবহার করতে পারেন।

১৫। আপনার ডিভাইসে মেমোরি কার্ডে (SD card) জিহাদ বিষয়ক ফাইল সমূহের নাম সাধারণ ওয়ার্ড অর্থাৎ সাধারণ ফাইল নাম ব্যবহার করে ইনক্রিপশন ও জিপ ব্যবহার করে পিন/পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে, লক করে ফোল্ডার হাইড করে রাখতে পারেন। এতে করে ফাইলগুলো কেউ সহজে খুঁজে পাবে না খুঁজে পেলেও কী ধরনের ফাইল আছে তা বুঝতে পারবে না এবং ঢুকতে পারবে না ইন'শাআল্লাহ।

১৬। আপনার ডিভাইসের জিহাদ বিষয়ক ফাইলসমূহের Rename এ গিয়ে সামনে . ডট ব্যবহার করে ফাইল অটো হিডেন করতে পারেন। যেমনঃ ধরেন একটা ফাইলের নাম **Documents** এখানে **.documents** এই ফাইলে নামের আগে একটা ডট দেওয়া আছে। ডট দেওয়ার পর ফাইলটি সেভ করলে হিডেন হয়ে যাবে। আবার ফাইলটি প্রয়োজন হলে ডট কেটে সেভ করে দিলে ফাইলটি আবার দেখতে পারবেন আগের মতো। তবে সবচেয়ে নিরাপদ হয় আপনারা ডিভাইসের জিহাদ বিষয়ক ফাইলসমূহ নিরাপদ ক্লাউড স্টোরেজে আপলোড করে রাখতে পারা।

১৭। ফোনে এসডি কার্ড (মেমোরি কার্ড) ব্যবহার করলে বাসায় ব্যবহার করতে পারেন বাইরে যাওয়ার সময় SD Card Eject করে রাখতে পারেন। এতে করে সহজে কেউ বুঝতে পারবে না আপনার ডিভাইসে মেমোরি কার্ড (SD Card) ব্যবহার করেছেন। SD card Eject করতে ফোনের স্টোরেজ সেটিংস এ গেলে পাবেন।

১৮। নিরাপত্তার জন্য ডিভাইসে জিমেইল একাউন্ট (গুগল একাউন্ট) অর্থাৎ ইমেইল আইডি লগইন করে রাখা কিংবা ব্যবহার করা যাবে না।

১৯। দাওয়াহ কাজে ব্যবহার শেষে আপনার এন্ড্রয়েড ডিভাইসে ফ্লাইট মুড অন করে ডিভাইসের সুইচ অফ করে দিবেন সিম কার্ড ব্যবহার করলে সিম কার্ড খুলে রাখতে পারেন।

২০। ডিভাইসের.ব্যাটারি এডজাস্ট না হলে ব্যাটারি খোলা গেলে ব্যাটারি সিম খুলে সুরক্ষিত স্থানে রাখতে পারেন। তবে খেয়াল রাখবেন ব্যাটারি যেন নষ্ট না হয়।

২১। গুগল ফাইল ম্যানেজার গুগল রিলেটেড সকল এপস জি-মেইল, প্লে স্টোর ফোনে ব্যবহার করা যাবে না।

২২। গুগল রিলেটেড সকল এপসের স্টোরেজ ডিলেট করে পারমিশন নোটিফিকেশন বন্ধ করে এপসগুলো ডিজাবেল করে রাখতে হবে।

২৩। অনলাইনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য ভাইয়েরা এন্ড্রয়েড ডিভাইস ব্যবহার না করাই পরামর্শ দিয়ে থাকেন। যে সমস্ত ভাইদের একান্তই ল্যাপটপ ব্যবহারের সুযোগ নেই, তারা খুব সাবধানতা ও সতর্কতা সাথে যে ফোনগুলোতে গুগল আছে সেই এন্ড্রয়েড ডিভাইসগুলো ব্যবহার করতে পারেন।

সেক্ষেত্রে গুগলের এন্ড্রয়েড ডিভাইস ব্যবহার করলেও গুগলের সকল পরিষেবা এপসগুলোর ব্যাকগ্রাউন্ড ডাটা ও এপস পারমিশন অফ করে দিয়ে এপসগুলো ডিজেবল করে এন্ড্রেয়েড ডিভাইস ব্যবহার করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে আপনার এন্ড্রয়েড ডিভাইসে Google এপসগুলোর পরিবর্তে কিছু Alternatives (বিকল্প) এপস ব্যবহার করা যেতে পারে।

Google এপ এর Alternatives (বিকল্প) Apps List:

(গুগলের বিকল্প এপ গুলো **aurora store** বা **f-droid** বা https://apkpure.net বা https://apkpure.com বা https://en.uptodown.com থেকে ডাউনলোড দিবেন প্লে-স্টোর বাদ)

১। Google Chrome এপস এর পরিবর্তে নরমালি ব্যবহারের জন্য Mozila Firefox, গূরত্বপূর্ণ কাজের জন্য Tor Browser

Mozilla Firefox download: **aurora store** বা **f-droid** বা https://en.uptodown.com বা https://apkpure.net বা https://apkpure.com

Tor browser download:
https://www.torproject.org/download/

অবশ্যই টর ব্রাউজার বা মজিলা ফায়ারফক্স কে আপনার এন্ড্রয়েড ডিভাইসে ডিফল্ট ব্রাউজার হিসাবে ব্যবহার করুন।

২। Google সার্চ ইঞ্জিন এর পরিবর্তে অবশ্যই Start Page সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার করুন। https://startpage.com টর এবং মজিলা ফায়ারফক্স ব্রাউজারের সেটিংস্ এ গিয়ে Default search engine এ যাবেন। সেখানে

Add search engine এ ক্লিক করে https://startpage.com/search?q=%s এই সার্চ ইঞ্জিন লিংকটা সেভ করবেন।

৩। Files by Google এপস এর পরিবর্তে Secure File Manager Beta /Metarial File Manager/Eds lite এপস ব্যবহার করতে হবে।

৪। Gboard এপস এর পরিবর্তে Open Board (Fdroid Store) , Ridmik Keyboard (Aurora Store) ব্যবহার করতে হবে।

৫। Google Play Store থেকে এপ ডাউনলোড এর পরিবর্তে **Aurora Store বা F-droid Store** বা ওয়েবসাইট https://apkpure.net বা https://en.uptodown.com বা, https://apkpure.com ব্যবহার করতে হবে।

৬। Youtube এপস এর পরিবর্তে Tor browser / Mozila Firefox ব্রাউজারের মাধ্যমে https://youtube.com লিখে ব্রাউজিং করতে হবে। তবে ইউটিউব এপ ব্যবহার করতে পারবেন কোনো ধরনের জিমেইল লগইন না করে। সবচেয়ে উত্তম হয় টর বা মজিলা ব্রাউজার থেকে দেখলে।

৭। Goggle Drive এপস এর পরিবর্তে,

(ক) https://archive.org (খ) https://mega.nz

(গ) https://mediafire.com (ঘ) https://files.fm এবং

(ঙ) https://pcloud.org

এই সমস্ত নিরাপদ ক্লাউড স্টোরেজ টর ব্রাউজার বা মজিলা ব্রাউজারের মাধ্যমে ব্যবহার করতে হবে এগুলোর এপস ব্যবহারের কোন প্রয়োজন নাই।

৮। Google Gmail এপস এর পরিবর্তে "প্রোটনমেইল" টর ব্রাউজার বা মজিলা ব্রাউজারের মাধ্যমে উক্ত মেইল সাইট ব্যবহার করতে পারেন।

প্রোটনমেইল যেভাবে খুলবেন,
https://www.facebook.com/100092365092532/videos/459089757030655/?app=fbl

৯। Gallery Go এপস এর পরিবর্তে Simple Gallery Pro, Stingle Photos (Fdroid Store) ব্যবহার করতে পারেন।

১০। Calender এপস এর পরিবর্তে Simple Calender Pro, Etar - OpenSource Calendar (Fdroid Store) ব্যবহার করতে পারেন।

১১। Calculator এপস এর পরিবর্তে Simple Calculator (Fdroid Store) ব্যবহার করতে পারেন।

১২। Contacts এপস এর পরিবর্তে Simple Contacts Pro SE , Simple Contacts Pro (Fdroid Store) ব্যবহার করতে পারেন।

১৩। Google Docs এপস এর পরিবর্তে Collabora Office (Aurora Store) ব্যবহার করতে পারেন।

১৪। Google Translate এপস এর পরিবর্তে Mozilla Firefox মাধ্যমে ট্রান্সলেট (অনুবাদ) করতে পারেন।

১৫। Goggle Maps এপস ছর এর পরিবর্তে Organic Maps (Fdroid Store) ব্যবহার করতে পারেন।

১৬। Call এপস পরিবর্তে Caller Simple Dialer (Fdroid Store) ব্যবহার করতে পারেন।

১৭। Message এপস এর পরিবর্তে Simple SMS Messenger ব্যবহার করতে পারেন।

১৮। Clock এপস এর পরিবর্তে Simple Clock (Fdroid Store) ব্যবহার করতে পারেন।

১৯। Camera পরিবর্তে Simple Camera, Open Camera (Fdroid Store) ব্যবহার করতে পারেন।

২০। পিডিএফ পড়ার জন্য Foxit , Xodo (Aurora Store) ব্যবহার করা যেতে পারেন।

২১। Google nearby share/Quick share এর পরিবর্তে Share me by Xiaomi ব্যবহার করুন।

Android Accessibility Suite, Google Go, Google One, Digital Wellbeing, Google Lens,Google Play,Google Play services, Google Play Games ,Google News,Google Earth,Photos, Speech Services by Google, Google Snapseed, Youtube Kids,Youtube Music, YouTube studio, Facebook, Facebook Lite, Messenger, Messenger Lite ,Instagram ইত্যাদি।

উল্লেখিত এসমস্ত এপস এর পরিবর্তে কোন থার্ড পার্টি এপস Alternatives (বিকল্প) এপস ব্যবহারে করার প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন হলে ডাইনলোড করে ব্যবহার করতে পারেন আর কাজ শেষ হয়ে গেল অবশ্যই আনইন্সটল (Uninstall) করে দিবেন।

বিঃদ্রঃ উপরে উল্লেখিত গুগল এপস এর বিকল্প এপগুলো google play store থেকে ডাউনলোড দিবেন না। ডাউনলোড দিবেন, F-droid বা Aurora Store বা নিচের সাইটগুলো থেকে

(ক) https://en.uptodown.com (খ) https://apkpure.net

(গ) https://apkcombo.com (ঘ) https://apkpure.com